মো. সিদ্দিকুর রহমান

শিশু নির্যাতন রোধে শিক্ষকের ভূমিকা

রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় ছয় বছরের একটি শিশুকে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে নৃশংসভাবে হত্যা করার খবর সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাটি হৃদয়বিদারক। শিশুটি না হয় একটু দুষ্ট প্রকৃতির ছিল, এজন্য কি তাকে হত্যা করা হবে? ছয় বছরের শিশু মো. আবদুল্লাহ শুধু নিজের বাড়িতে নয়, আশপাশের এলাকারও সবাইকে মাতিয়ে রাখত তার চঞ্চলতা দিয়ে। তার এক ধরনের বিশেষ খেলা ছিল অন্যের গায়ে পানি ছিটানো। বিষয়টিকে শিশুটি নিতান্তই খেলা হিসেবে উপভোগ করত। এর মাধ্যমে অন্যকে বিরক্ত করা যে অপরাধ, এ বোধশক্তি শিশুটির মধ্যে জাগ্রত হয়নি। এ প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করছি। এক খালের পানিতে কিছু ব্যাঙ বসবাস করত। তারা প্রতিনিয়ত সাঁতার কাটত। পাশের পথ দিয়ে ছোট্ট শিশুরা স্কুলে যেত। আসা-যাওয়ার পথে তারা প্রায়ই ব্যাঙদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ে আনন্দ পেত। একজনের আনন্দ যে অন্যজনের করুণ পরিণতির কারণ হতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ দিয়ে শিশুর মনে উপলব্ধি জাগ্রত করা যেত। তাহলে তার পানি ছিটানোর মতো খেলা বা ব্যাঙের ওপর আঘাত হানা বন্ধ হতো। পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর দায় এড়াতে পারে না।

শিশুর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পক্ষে কোনো যুক্তিই মেনে নেয়া যায় না। সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২ ও ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিশুদের ওপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি শিশু অধিকার পরিপন্থী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ আইন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও কর্মস্থল সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা কি পেরেছি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি থেকে মুক্ত রাখতে? কয়েক বছর আগে ঢাকার নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র দিপুকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে শারীরিক নির্যাতনের কারণে। অগণিত শিশু আজও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আজ সময় এসেছে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো দূর করার।

অনেক পরিবারে মা-বাবাসহ অভিভাবকরা শিশুকে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে থাকেন। তাদের অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, শাসন করা না হলে বা না পেটালে শিশুরা বড় হয়ে 'মানুষ' হবে না। আমাদের সন্তানরা তো সৃষ্টির সেরা জীব মানুষই, জন্তু নয়। শিশুকে আদর-সোহাগ-ভালোবাসা দিয়ে আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকে দূরে সরে গেছেন। নিজের সন্তানসহ সব শিশুকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেয়া নির্যাতনের শামিল, শিশু নির্যাতন আইনে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পরিবার বড় হলে বা শিশুর সংখ্যা বেশি হলে তাদের সঠিক যত্ন নেয়া বা দেখাশোনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অসচ্ছল পরিবার হলে অভাবের যন্ত্রণা মেটাতে গিয়ে সন্তানদের যত্ন নেয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তখন বাধ্য হয়ে পরিবারের বড়রা শিশুদের খেলা ও চিত্তবিনোদনের পরিবর্তে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিয়ে সাময়িক স্বস্তি অনুভব করে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকটের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চালাতে হয় অনেকটাই শারীরিক ও মানসিক শাস্তির মাধ্যমে। শিক্ষকরা একনাগাড়ে ৭-৮টি ক্লাস নেয়া ছাড়াও নানা পাঠদানবহির্ভূত কাজের চাপে ব্যস্ত থাকেন। তখন শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক কথাবার্তাও শিক্ষকদের মাঝে চরম বিরক্তি সৃষ্টি করে। তারা শিক্ষার্থীদের খেলাকে হৈচৈ, গোলমাল বা দুষ্টামি আখ্যা দিয়ে থাকেন। শিশুকে প্রহার করে বা ধমক দিয়ে তারা কিছুটা হলেও স্বস্তি পান। আশির দশকে ঢাকার মতিঝিল থানার পূর্ব খিলগাঁও স্কুলের এনামুল হক নামে একজন শিক্ষককে শিশুর ওপর শারীরিক নির্যাতনের কারণে দোহার উপজেলায় বদলি করা হয়। তবে প্রশাসনিক শাস্তি ও আইন কি পেরেছে এ থেকে শিশুদের মুক্তি দিতে? প্রতিবন্ধতা দূর না করে শুধু শাস্তি প্রদান সফলতা বয়ে আনতে পারে না।

শিক্ষার আনন্দদায়ক পরিবেশ এবং পাঠদান পদ্ধতি পারে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি না করতে শিক্ষকদের অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্কুল হয়ে উঠতে পারে শিশুর স্বর্গ। পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, আবাসস্থল সর্বত্র শিশুর স্বপ্নপুরী তৈরি করতে হবে। বন্ধ করতে হবে শিশুর ওপর সব ধরনের নির্যাতন।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com